আমঝুপিতে শীতার্তদের মাঝে শীত বস্ত্র বিতরণ

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপিতে মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) কের আয়োজনে অতিদরিদ্র অসহায় প্রতিবন্ধী ও শিশুদের মাঝে শীত বস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে।

আজ বুধবার বিকাল ৩টার দিকে মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) এর অফিস চত্বরে এ শীত বস্ত্র বিতরণ করা হয়।

মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) কের নির্বাহী প্রধান আশাদুজ্জামান সেলিমের সভাপতিত্বে শীত বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো: মাজহারুল ইসলাম।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ টেলিভিশনের জেলা প্রতিনিধি আল আমিন হোসেন।

পরে এলাকার ৫শতাধিক অসহায় মানুষের মাঝে শীত বস্ত্র বিতরণ করা হয়।

গাংনীতে দুই গ্রুপের সংঘর্ষে আহত ১৩

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় কৃষি কাজের মুজুরি নিয়ে বিবাদের সংঘর্ষে উভয় পক্ষের ১৩ জন আহত হয়েছে। আজ বুধবার (৩১ জানুয়ারি) সকাল ৮টার সময় গাংনী উপজেলার ঢেপা বাজারে এয় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন ঢেপা গ্রামের মৃত খোকা সেখের ছেলে রেজাউল,রেজাউলের তিন ছেলে উসমান,হুমায়ন,হযরত,রেজাউলের স্ত্রী হালিমা, নাতি স্বপন। অপর পক্ষের নুর ইসলাম,আসাদুল,ফরজ, মজিবর,নয়ন মিয়ারুল ও আলামিন ।

স্থানীয়রা জানান, কৃষি কাজের মুজুরি নিয়ে গতকাল বিকালে মজিবর ও

হুমায়নের মধ্যে সামান্য হাতাহাতি হয়। সেই ঘটনার জেরে আজ সকালে গ্রামের চায়ের দোকানে প্রথমে মজিবর ও হুমায়নের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। পরে উভয় পক্ষের লোকজন লাঠিসোঠা ও দেশিয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এত উভয় পক্ষের ১৩ জন আহত হয়। পরে স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ঠ জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন।

হাসপাতালের কর্মরত চিকিৎসক বলেন,আহতদের হাসপাতালে ভর্তি রেখে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। নুর ইসলামের অবস্থা অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে রাজশাহি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে।

মেহেরপুরের যাদুখালীতে ৭৫ বছর ধরে ব্রীজের দাবী শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের

১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় মেহেরপুর সদর উপজেলার যাদুখালী স্কুল এন্ড কলেজ। স্কুলের পশ্চিম পাশ দিয়ে বয়ে গেছে ভৈরব নদ। নদের এপাড়
- ওপাড়ে প্রায় ১০ থেকে ১২টি গ্রামের এগারশ শিক্ষার্থী লেখাপড়া করে এই প্রতিষ্ঠানে। নদীর ওপাড় থেকে আসে তিন শতাধিক শিক্ষার্থী। কিন্তু ৭৫ বছর পেরিয়ে গেলেও নদীর উপর দিয়ে এখনও নির্মাণ হয়নি ব্রীজ। প্রতিষ্ঠার পর থেকে বাঁশের সাঁকো ও ফরাস দিয়ে নদ পারাপার হতে হয় শিক্ষার্থীদের। কিছুদিন হলো স্থানীয় চেয়ারম্যান একটি ছোট নৌকা দিয়েছেন। যে নৌকায় একবারে ১০ জনের বেশি পার হওয়া ঝুঁকি।

শিক্ষার্থীদের পারাপারের জন্য স্কুল থেকে অস্থায়ী ভিত্তিতে একজন মাঝি নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তিনি স্কুলের দিনগুলো সকাল ৯টা থেকে স্কুল ছুটি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের পারাপার করেন।

সম্প্রতি দুপুর দেড়টার দিকে সরেজমিন গিয়ে দেখা যায়, স্কুল ছুটি শেষে ৬-৭ জন শিক্ষার্থী নদের ওপাড়ে বাড়ি যাওয়ার জন্য নৌকায় উঠছেন। স্কুলের একজন স্টাফ (মাঝি) তাদের বৈঠা বেয়ে তাদের নদ পার

করে ওপাড়ে রেখে আসছেন। এর মধ্যে কলেজের ক্লাস শেষ করে দুই জন ছাত্রীও ওপাড়ে যাওয়া জন্য নদতীরে এসেছেন। ততক্ষণে নৌকা ওপাড়ে পৌছে গেছে। নৌকা ফেরার অপক্ষোয় তারা এপাড়ে দাড়িয়ে থাকলেন। এভাবেই প্রতিদিন জীবনের ঝুকি ও সময় নষ্ট করে প্রতিদিন স্কুলে আসতে হচ্চে ওপাড়ের তিন শতাধিক শিক্ষার্থীকে।

যাদুখালী স্কুল এন্ড কলেজের দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থী মোবারক হোসেন রিয়াদ বলেন, আমাদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে স্কুলে আসতে হচ্ছে। কিছুদিন আগে নদীর পানি বেড়ে যাওয়ায় অনেকদিন স্কুলে আসতে পারিনি।

কোমরপুর গ্রামের রহিমা খাতুন নদীর এপাড়ে এসেছিলেন আত্মিয়ের বাসায় বেড়াতে। স্কুল সময়ের মধ্যে নৌকা পার হতে হবে জেনে ওই সময় বাড়ি ফিরে যাচ্ছিলেন। তিনি বলেন, সাঁকো ভেঙে যাওয়ার কারণে এদিকে আসা যাওয়ার খুব সমস্যা হয়। স্কুলের ছেলে মেয়েদেরও আসা যাওয়া সমস্যা হয়। আমাদেরও ছেলে মেয়ে বড় হচ্ছে। তাদেরকেও এই স্কুলে ভর্তি করাতে হবে। এ নদীর উপর ব্রীজটা হলে খুব ভালো হয়।

গোপালপুর গ্রামের সোহরাভ হোসেন বিভিন্ন ক্ষেত থেকে সবজি কিনে নদীর ওপারে যতারপুরে মোকামে বিক্রি করেন। প্রতিদিন স্কুল চলাকালীন সময়ে নৌকা পার হন। কিন্তু সেদিন দেরি হয়ে যাওয়ায় নৌকা পাননি। এখন তাকে কয়েকটি গ্রাম অতিক্রম করে মোকামে যেতে হবে। তিনি দাবী করে বলেন, ব্রীজটা নির্মান না হওয়ায় দুই পাড়ের মানুষের ভোগান্তী পোহাতে হচ্ছে।

স্কুলের স্টাফ মোমিন উদ্দিন। তিনি জানান, তাকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত মাঝি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রতিদিন প্রায় শতাধিক শিক্ষার্থীকে তিনি নৌকায় করে নদী পার করান। এর মধ্যে গ্রামের মানুষ জনকেও পার করিয়ে থাকেন।

যাদুখালী স্কুল এন্ড কলেজে একাদশ শেণ্রীর ছাত্রী তাসলিমা আক্তার ও আফসানা মিমি। কলেজের ক্লাস শেষ করে দুপুর দেড়টার দিকে বাড়ি ফিরছিলেন। এরা কেউ সাঁতার জানেন। তাসলিমা আক্তার বলেন, নদের ওপাড় থেকে প্রায় দুই শতাধিক ছেলে মেয়ে এই স্কুলে পড়ে। আমরা দুজনই ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে এই স্কুলে পড়েছি। এসএসসি পাশ করার পর আবার এখানেই ভর্তি হয়েছি। আমাদের মত অনেকেই সাতার জানেনা। আমরা প্রতিনিয়িত জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নদীর পার হয়ে কলেজে আসতে হচ্ছে। সরকারের প্রতি অনুরোধ দ্রুত ব্রীজটি নির্মাণ করে আমাদের সমস্যা সমাধান করুন। পিরোজপুর গ্রামের ৭০ বছর বয়সি আব্দুল কুদ্দুস। তিনি বলেন,

ব্রীজটা হলে আমাদের খুব ভালো হয়। বহু বছর ধরে শুনছি এখানে ব্রীজ হবে। কিন্তিু ব্রীজটি আজও হয়নি। নদীর দুধারে প্রায় ১২/১৩ টি গ্রামের মানুষের খুবই উপকার হয়। স্কুলের অনেক ছেলে মেয়ে নদীর ওপাড় থেকে আসে। তবে চেষ্টা করলে সবই হয়। কিন্তু চেষ্টা ভালো নেই বলেই ব্রীজটি হয়নি।

যাদুখালী স্কুল এন্ড কলেজের সহকারী শিক্ষক মনোয়ার হোসেন বলেন, এই প্রতিষ্ঠানটি জেলার ঐতিহ্যবাহী একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখান শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার মানও ভালো। নদীতে ব্রীজ না হওয়ার কারণে ওপাড়ের শিক্ষার্থীরা যেমন অসুবিধার সম্মুখিন হয়। একইভাবে নদটি এপাড়-ওপাড়ের শিক্ষার্থীদের নোট আদান প্রদান, মতবিনিময়েও ব্যঘাত ঘটে। ফলে ব্রীজটি অনেক আগেও নির্মাণের প্রয়োজন ছিলো। তারপরও দাবী করছি যেন দ্রুত ব্রীজটি নির্মাণ করা হয়।

যাদুুখালী স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ সাইদ কামাল বলেন, প্রতিষ্ঠানের পশ্চিম পাশ দিয়ে ভৈরব নদ বয়ে গেছে। নদীর ওপারে যতারপুর, কোমরপুর, মহাজনপুর, সাহেবনগর, ইসলামপুর থেকে দুই শতাধিক শিক্ষার্থী মাধ্যমিক ও কলেজ পর্যায়ে লেখপড়া করার জন্য নদী পার হয়ে আসে। অনেকটা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে শিক্ষার্থীরা প্রতিষ্ঠানে আসে। এর আগে সাকো ও ফরাস নির্মান করে ছেলে মেয়েদের আসা যাওয়ার ব্যবস্থা করেছি। বর্তমান পিরোজপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান একটি ছোট নৌকা উপহার দিয়েছেন। যা দিয়ে বর্তমানে ছেলে মেয়েরা ঝুকি নিয়ে পারাপার করছে।

তিনি বলেন, ১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠা হলেও যথাযথ উদ্যোগের অভাবে ব্রীজটা নির্মাণ হয়নি। কয়েকবার ব্রীজ নির্মাণের জন্য জমি পরিমাপ করা হয়েছে। তারপরও ব্রীজ নির্মাণের কোন অগ্রগতি দেখা যায়নি। জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন ও ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ^◌াসকে নতুন করে তাগাদা দেওয়ার ফলে তারা উদ্যোগ নিয়েছেন যাতে দ্রুত ব্রীজ নির্মাণ করা হয়।

মেহেরপুর এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলী সাখাওয়াৎ হোসেন বলেন, যাদুখালী গ্রামে ভৈরব নদে ব্রীজ নির্মাণের জন্য ডিপিপিতে প্রকল্প ধরা আছে। উর্দ্ধতন মহল থেকে অনুমতি না মেলায় টেণ্ডার প্রক্রিয়া শুরু হয়নি।

মেহেরপুরে ক্ষুদে বিজ্ঞানীদের দারুণ উদ্ভাবনের প্রদর্শণ

মেহেরপুরে ৪৫ তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহের উদ্বোধন করা হয়েছে। “বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, উদ্বোধনেই সমৃদ্ধি” এই প্রতিপাদ্য বিষয়ে মেলায় ক্ষুদে বিজ্ঞানীরা নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্ট, ওয়াটার লেবেল কন্ট্রোলার,ফ্রি ইলেক্ট্রিসিটি মডেল, কাদামাটি দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনসহ বিভিন্ন উদ্ভাবনী প্রদর্শণ করে।

আজ মঙ্গলবার (৩০ জানুয়ারি) দুপুরের দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রাঙ্গণে, সদর উপজেলা জেলা প্রশাসনের আয়োজনে, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের তত্ত্বাবোধানে এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় অনুষ্ঠিত মেলা প্রধান অতিথি হিসেবে ফিতা কেটে উদ্ধোধন করেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মাজহারুল ইসলাম।

এছাড়াও এসময় মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মনিরুল ইসলাম, সমাজসেবা কর্মকর্তা আনিসুর রহমান, যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা রাকিবুল ইসলাম, সদর উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান লতিফুন্নেছা লতা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

পরে অতিথিরা জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহের বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন এবং ক্ষুদে বিজ্ঞানীদের বিভিন্ন উদ্ভাবনের প্রশসংসা করেন।

সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও আওয়ামীলীগ নেতা আসলাম শিহির আর

নেই

মেহেরপুরের কৃতী সন্তান সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, মেহেরপুর জেলা আওয়ামীগের সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের উপস্থাপক আসলাম শিহির আর নেই (ইন্না-লিল্লাহ ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)।

আজ মঙ্গলবার (৩০ জানুয়ারি) দুপুর ১ টার দিকে ঢাকা ভাড়া বাসায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি সদর উপজেলা আমঝুপি গ্রামের দক্ষিণপাড়ার মৃত আজাহার বিশ্বাসের ছেলে।

দুরারোগ্য থাইরয়েড ব্যাধিতে ভুগছিলেন দেশের বিশিষ্ট আবৃত্তিশিল্পী, নাট্যাভিনেতা, টিভি ও রেডিওর উপস্থাপক আসলাম শিহির।

থাইরয়েড গ্রন্থি ফুলে গিয়ে তীব্র ব্যথা হলে গত সেপ্টেম্বর মাসের শুরুর দিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএসএমএমইউ)-তে ভর্তি হন আসলাম শিহির। সেখানে নানা পরীক্ষা- নিরীক্ষার পরে চিকিৎসকরা তার অপারেশন করার সিদ্ধান্ত নেন। দুর্ভাগ্যবশত অপারেশন সফল হয়নি।

উল্লেখ্য, তিনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক উপকমিটির সদস্য। তিনি ছাত্র জীবন থেকেই রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের রাজনীতিতে সক্রিয় সদস্য ছিলেন। পরে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির দুবার সাংস্কৃতিক সম্পাদক হন।

এর আগে আসলাম হোসেন শিহির মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সহসভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাংস্কৃতিক সম্পাদক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন।

ব্যক্তি জীবনে তার স্ত্রী, এক ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে। ছেলে-মেয়ে দুজনেই স্কুলে পড়ছে।

মেহেরপুরে সৌখিন প্রজাতির বিদেশী পাখি পালনে কর্মসংস্থান

সৌখিন প্রজাতির বিদেশী পাখি পালন শিক্ষিত বেকার যুবক ও স্কুল কলেজ পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের আয়ের উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে মেহেরপুরে। সখ পুরুনের পাশাপাশি বিশেষ করে শিক্ষার্থী ও বেকার যুবকদের আয়ের অন্যতম উৎস এখন বিদেশী সৌখিন প্রজাতির পখি পালন। ইতোমধ্যে জেলার কয়েক হাজার যুবক বিদেশী প্রজাতির সৌখিন পাখি বিক্রি করে বাড়তি আয়ের সুযোগ পাচ্ছেন। অনেকেই আবার পাখি পালন সম্পর্কে পরামর্শ নিচ্ছেন উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে। প্রাণি সম্পদ অধিদপ্তর বলছেন সৌখিন প্রজাতির পাখি পালন বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের অন্যতম মাধ্যম। এব্যাপারে আগ্রহীদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়া হচ্ছে। আর বন বিভাগ অধিদপ্তর বলছেন, পাখি পালন করতে হলে সরকারি বিধি মোতাবেক করতে হবে।

মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার নওযাপাড়া গ্রামের যুবক পালু মিয়া সখ করে বছর পাঁচেক আগে কয়েক প্রজাতির সৌখিন পাখি কিনে বাড়িতে পালন শুরু করেন। কয়েকমাস পর ওই পাখি গুলো ডিম পেড়ে বাচচা ফুটায়্। এভাবে পর্যায়ক্রমে বংশবৃদ্ধি করতে থাকে। এখন তিনি বাড়িতেই গড়ে তুলেছেন একটি সৌখিন পাখির পারিবারিক খামার। খামারে রয়েছে লাভবার্ড, ককোটেলবার্ড, বাজেরিকা, প্রিন্স বার্ড, ডায়মন্ড ঘুঘু, অস্ট্রেলিয়া ঘুঘুসহ মোট ১৫ প্রজাতির পাখি। এলাকায় বিভিন্ন মানুষের কাছে পাখি বিক্রি করে বছরে আয় করেন লক্ষাধিক টাকা।

পাখি পালনকারি পালু মিয়া বলেন, আমি প্রথমে সখ করে পাখি পালন শুরু করি। এলাকায় সৌখিন পাখির ব্যপাপক চাহিদা থাকায় আমি অনেক পাখি বিক্রি করি। এতে প্রতি বছর খরচ বাদি দিয়ে লক্ষাধিক টাকা আয় করি। যা আমার সংসােও এটি একটি বাড়ি আয়। আমার কাছে অনেক শিক্ষার্থীরা পাখি কিনতে আসে। আমি তাদের পাখির পরিবেশ ও খাবার সরবরাহ বিষয়ে পরামর্শ দিই। হাঁস মুরগি পালনের পাশাপাশি সৌখিন প্রজাতির পাখি পালনও হতে পারে আয়ের একটি অন্যতম মাধ্যম।

সৌখিন খামারি মেহেরপুরের পাভেল মাহমুদ বলেন, ককাটেল জাতের পাখির অনেক দাম এবং চাহিদা অনেক বেশি। এক জোড়া ককাটেল পাখির দাম ৪০০০ থেকে ৫০০০ টাকায় বিক্রি হয়॥ এবং বাজরকা জাতের পাখি বিক্রি হয় ৫০০ টাকা জোড়া তবে মজার বিষয় হলো এ প্রজাতির পাখি বছরে চারবার ডিম

দেয়। প্রতিবারে ৫ থেকে ৮টি করে বাচ্চা দেয়। যার বানজ্যিক খামার করতে পারলে মোটা টাকা আয় করা সম্ভব।

কলেজ পড়ুয়া শিক্ষার্থী সাহারবাটি গ্রামের সুমন আহমেদ বলেন, আমার এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে দেখেছিলাম বাড়ির ছাদে বিদেশী পাখি পালন করেছে। আমারও সখ হয়। বন্ধুর পরামর্শে আমিও পাখি পালন করি। এখন আমার বাড়িতে প্রায় ১০ প্রজাতির পাখি আছে। পাখির কিচিরমিচির ডাকে সকালে আমাদের ঘুম ভাঙ্গে। অনেকেই আমার পাখি দেখেতে আসে। কয়েক প্রজাতির পাখি বছরে তিন বার ডিম দেয়। আমি প্রতিমাসে ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকার পাখি বিক্রি করি। এতে আমার পড়ালেখার খরচ পরিবারের কাছ থেকে নিতে হয়না। উপরন্ত আমি অনেক সময় পরিবারে আর্থিক ভাবে সহায়তা করতে পারছি।

সৌখিন পাখির বানিজ্যিক খামারি আকবর আলি জানান, স্বল্প জায়গা আর অল্প টাকায় সৌখিন পাখির খামার করা যায়। বাড়িতে যেভাবে হাঁস,মুরগিপালন করে,পাশাপাশি সৌখিন পাখি পালন করেও অনেকেই সংসারে বাড়তি আয় করছে। আমার খামার থেকে বিশেষ করে যবক ও স্কুল শিক্ষার্থীরা বেশি পাখি কিনে অনেকেই এখন সাবলম্বী।

গাংনীর জিয়ারুল ইসলাম বলেন, কয়েকজন প্রতিবেশি বাড়ির উঠান কিংবা ছাদের ওপর বিদেশি পাখি পালন দেথে আমি উদ্বুদ্ধ হই। তিন বছর যাবত আমি পাখি পালন করছি। এসকল পাখি আমার বাড়ির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করছে অন্য দিকে আর্থিক ভাবেও সহায়তা পাচ্ছি।

মেহেরপুর বার্ড ক্লাবের সদস্য মাজেদুল হক বলেন, সৌখিন প্রজাতির পাখি পালন করে অনেক যুবক তাদের বেকারত্বের হতাশা দুর করছেন। অনেক শিক্ষার্থী পড়া লেখার খরচ যোগাচ্ছেন। তবে পাখি পালনের যে বিধি রয়েছে তা মেনে পাখি পালন করতে হবে। এজন্য তিনি এসকল উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ◌্এবং বন বিভাগ থেকে লাইসেন্স নিয়ে পাখি পালনের পরামর্শ দেন তিনি।

মেহেরপুর জেলা প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা বলেন, সৌখিন প্রজাতির পাখি পালন বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের অন্যতম মাধ্যম। এব্যাপারে আগ্রহীদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়া হচ্ছে।

জেলা বন বিভাগ কর্মকর্তা হামিম হায়দার বলেন, পাখি পালন করতে হলে সরকারি বিধি মোতাবেক করতে হবে। খামারীদের অবশ্যই লাইন্সে নিতে হবে। এবং খেয়াল রাখতে হবে বিদেশী সৌখিন পাখির সাথে কোন ক্রমেই দেশীয় পাখি পালন বা ক্রয় বিক্রয় করা যাবেনা। আমরা সৌখিন পাখি

পালনকারিদের তালিকা করে লাইসেন্স করার জন্য ইতোমধ্যে তাগিদ দিচ্ছি।

পাওনা টাকা চাওয়ায় গরম দুধে ঝলসে দিলো চা দোকানীকে

চা পানের পাওনা টাকা চাওয়ায় দোকানের গরম দুধ ঢেলে দিয়ে শরীর ঝলসে দিয়েছে বাবু হোসেন নামের এক চা দোকানীর।

আজ সোমবার (২৯ জানুয়ারি) বিকালে মেহেরপুর শহরের পুরাতন বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। বাবু হোসেন শহরের মল্লিকপাড়া এলাকার তাহের উদ্দিনের ছেলে।

ঝলসানো বাবু হোসেনকে উদ্ধার করে মেহেরপুর-২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

এ ঘটনায় বাবু হোসেন বাদি হয়ে মেহেরপুর সদর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সেখ কনি মিয়া এই তথ্য নিশ্চিত করেন।

জানা গেছে, বাস স্ট্যান্ড পাড়া এলাকার নাড়ুর ছেলে সানোয়ারুল হোসেন বিভিন্ন সময় বাবু হোসেনের দোকানে বাকিতে চা পান করেন।

গতকাল রবিবার বাবু হোসেন অভিযুক্ত সানোয়ারুল হোসেনের কাছে তার পাওনা টাকা পরিশোধ করতে বলেন। আজ সোমবার সন্ধ্যার দিকে পুনরায় সানোয়ারুল হোসেনেক পাওনা টাকা পরিশোধ করার জন্য বলেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন সানোয়ারুল হোসেন। সানোয়ারুল হোসেন তার ভাই খোকনকে ডেকে নেন। শুরু হয় তাদের মধ্যে বাকবিতন্ডা। এক পর্যায়ে সানোয়ারুল হোসেন ও তার ভাই খোকন মিলে চা দোকানী বাবু হোসেনের দোকানের চুলাতে রাখা গরম দুধ তার গায়ে ঢেলে দেন। এতে চা দোকানী বাবু হোসেনের শরীর ঝলসে যায়।

স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর-২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নেন। ঘটনার পরপরই সানোয়ারুল হোসেন ও তার ভাই খোকন পালিয়ে যায়।

মেহেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় সাইকেল আরোহী আহত

মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা সড়কের আমঝুপি বিএডিসির সামনে মটরসাইকেল ও সাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে সাইকেল আরোহী গুরুত্ব আহত হয়েছে।

আজ রোববার (২৮ জানুয়ারি) সন্ধা ৬ টার সময় এ দুর্ঘটনাটি ঘটে। আহত আনসারুল হক (৫০) মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি কুঠিপাড়ার রমজান শেখের ছেলে।

স্থানীয়রা জানায়, আহত আনসারুল হক আমঝুপি বিএডিসির কর্মী। প্রতিদিনের ন্যায় বিএডিসির কাজ শেষ করে বাড়ির দিকে রওনা দেয়। বিএডিসির সামনে সাইকেল ও ঘাসের বস্তা নিয়ে রোডে উঠার সময় বিপরীত দিক থেকে আশা মটরসাইকেল আরোহী সাথে মুখোমুখি ধাক্কা লাগে। এ সময় তিনি গুরুত্ব আহত হয়। আমরা মেহেরপুর ফ্যায়ার সার্ভিস কর্মীদের ফোন দিলে তারা এসে আহত ব্যাক্তিকে নিয়ে যায় এবং মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয় এবং অবস্থা গুরুত্ব হওয়ায় ঢাকা মেডিকেলে রের্ফাড করেন।

মেহেরপুরে স্কোয়াশ চাষে আর্থিক উন্নতি হয়েছে সব্জি চাষীদের

খেতে সুস্বাদু আর অল্প খরচে বেশি লাভ ও চাহিদা বেশী হওয়ায় স্কোয়াশ সবজি জাতীয় ফসলের আবাদে ঝুঁকছেন মেহেরপুর জেলার কৃষকরা। ইতোমধ্যে অনেকেই লাভবান হওয়ায় শিক্ষিত ও বেকার যুবকরা এটি আবাদে পরামর্শ নিচ্ছেন।কৃষি বিভগ বলছেন সম্ভাবনাময় এ অঞ্চলে নতুন জাতীয় সবজি স্কোয়াশ অনেক কৃষকের মাঝে সাড়া ফেলেছে। এব্যাপারে কৃষি অফিস প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিচ্ছেন।

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সবজি চাষি জিয়াউল হক। এক বিঘা জমিতে স্কোয়াশ আবাদ করেছেন। মেহেপুরের একটি বেসরকারি এনজিও সংস্থা পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির কাছ থেকে বিনামুল্যে পাওয়া স্কোয়াশ বীজ ও মালচিং পেপার ও পরামর্শ নিয়ে শুরু করেছিলেন সবজি জাতীয় ফসল স্কোয়াশ চাষ। চারা রোপনের তিন মাসের মধ্যে স্কোয়াশ বিক্রি শুরু করেন। ইতোমধ্যে তিনি পাইকারদের কাছে বিক্রি করছেন প্রতি কেজি ৩৫ থেকে ৪০ টাকায়। এক বিঘা জমিতে তিনি অর্ধ লক্ষ টাকার স্কোয়াশ বিক্রি করেছেন। এখন তিনি অর্ধ লক্ষ টাকার স্কোয়াশ বিক্রি করবেন বলে আশাবাদি। প্রতি সপ্তাহে অন্তত তিন বার গাছ থেকে স্কোয়াশ বিক্রি করতে পারবেন। পানির ব্যবহার কমাতে এবং আগাছা ও রোগ বালাই থেকে গাছকে সুরক্ষা দিতে ব্যবহার করেছেন মালচিং পেপার। কীটনাশকের পরিবর্তে ফেরোমন ট্যাপ ও ইয়োলো স্টীট ব্যবহার করা হচ্ছে। যাতে কীটনাশক মুক্ত সবজি উৎপাদন করে ভোক্তা পর্যায়ে পৌছে দেয়া যায়। কীটনাশক মুক্ত থাকায় জিয়াউল হকের স্কোয়াশের বেচা বিক্রিও অনেক ভাল। শুধু জিয়াউল হকই নয়,তার দেখাদেখি কাজিপুর গ্রামের বেশ কয়েকজন কৃষক স্কোয়াশ আবাদ করে লাভবান হয়েছেন। নতুন নতুন ফসল কৃষকদের মাঝে পৌছে দেয়া এবং কৃষিতে প্রযুক্তি ব্যবহার করে অল্প সময়ে অধিক মুনাফা আয় করা যান এমন কাজটি করে চলেছেন পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) অর্থায়নে পরিচালিত পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি।

পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস)’র কৃষি ইউনিটের উদ্যোগে নতুন সব্জি হিসাবে তিনি স্কোয়াশের আবাদ শুরু করেছেন। সংস্থা বিনামূল্যে স্কোয়াশের বীজ, মালচিং পেপার, ফেরোমন ফাঁদ,

স্টিকিট্র্যাপ এবং জৈব ও রাসায়নিক সার প্রদান করেছে। পিকেএসএফ-এর অর্থায়নে পরিচালিত সংস্থা পিএসকেএস নিজস্ব কৃষি অফিসারের মাধ্যমে সদস্য কৃষকগণকে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ প্রদান করে থাকে। অপরিচিত ও অপ্রচলিত সব্জি হলেও এটি আবাদে কৃষকরা আর্থিকভাবে বেশী মুনাফা পাবে বলে জানিয়েছে সরকারী কৃষি বিভাগ।

স্কোয়াশ চাষি জিয়াউল হক বলেন,বিভিন্ন সবজির পাশাপাশি এক বিঘা জমিতে পরিক্ষামুলক ভাবে মালচিং পদ্ধতিতে স্কোয়াশ করে অনেক ভাল ফলন পাচ্ছি। বাজারে দামও ভাল। খরচের দিগুণ টাকা আয় করা যাবে। পিএসকেএস আমাকে বীজ এবং মালচিং পেপার দিয়ে সহায়তা করেছে। আমি ◌্ওই সংস্থার কৃষি অফিসারের পরার্ম অনুযায়ী আবাদ করেছি। আগামীতে আরও বড় পরিসরে স্কোয়াশ আবাদ করবো।

পুষ্টিবিদ জান্নাতুননেছা জানান,স্কোয়াশে আছে প্রচুর পরিমাণে ম্যাগনেশিয়াম, অন্টিঅক্সিডেন্ট, ভিটামিন-সি, ম্যাঙ্গানিজ, বিটা ক্যারোটিন ও লুটেইন, ফোলেট কপার, রিবোফ্লাবিন, ফসফরাস, ক্যারোটিনয়েডস ও পটাশিয়ামের মত মানব দেহের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থ সমূহ। যা’ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে, অ্যাজমা, ডায়াবেটিস ও হার্ট-এর রোগ থেকে রক্ষা করে। ক্যান্সার প্রতিরোধে স্কোয়াশে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যা’ দেহের ফ্রি র্যাডিকেলস দূর করে এবং বিটা ক্যারোটিন ক্যান্সারের ক্ষতিকর পদার্থ থেকে দূরে রাখে আমাদের।

কৃষকদের সহায়তাকারি বেসরকারি সংস্থা পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির নির্বাহী পরিচালক মুহাঃ মোশাররফ হোসেন জানান,স্কোয়াশ চাষসহ বিভিন্ন জেলার কৃষকদের নানা প্রশিক্ষণ,বীজ ও বিভিন্ন উপকরণ বিনামুল্যে বিতরনের মাধ্যমে উন্নত সবজি আবাদে সহায়তা করে আসছে পিএসকেএস। এছাড়াও কীনাশকের ব্যবহার কমিয়ে সবজিকে স্বাস্থ্য সম্মত করতে কৃষকদের দেয়া হচ্ছে বিভিন্ন পরামর্শ ও ক্ষতিকারক পোকামকড় দমনে সহায়তা করা হচ্ছে। আমাদের কার্যক্রমের মাধ্যমে উন্নত আবাদ করে কৃষকরা লাভবান হচ্ছেন। আমাদের এমন কর্মকান্ড অব্যাহত থাকবে।

গাংনীতে পেকিন হাঁস পালন বিষয়ে “প্রাণিসম্পদ খামার দিবস অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস) এর সমন্বিত কৃষি ইউনিটভূক্ত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় গাংনী শাখার গাড়াডোব গ্রামে ৭৫ জন খামারি নিয়ে মাংসের জন্য ব্রয়লার টাইপ পেকিন হাঁস পালন বিষয়ে “প্রাণিসম্পদ খামার দিবস” অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রাণীসম্পদ খামার দিবসে হাঁস পালনের উপকারিতা, হাঁস পালনের জন্য সুষম খাদ্য ব্যাবস্তাপনা কিভাবে করতে হয়, হাঁস পালনের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ সমূহ, বাজার ব্যবস্থাপন সহ ইত্যাদি আনুষঙ্গিক বিষয়ে খামারিদের অবহিত করা হয়।

এছাড়াও হাঁস পালনের বিভিন্ন সংক্রামক রোগ যেমন ডাক প্লেগ, ডাক কলেরা ও তার প্রতিকার, নিয়মিত ভ্যাকসিনেশন প্রদানের উপকারিতা, এন্টিবায়োটিকের যথাযথ ব্যাবহার রোধ, সংক্রামক রোগ সমূহে ভ্যাকসিন প্রদানের উপকারিতা,মাচায় হাঁস পালনের উপকারিতা সহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে গঠনমূলক আলোচনা করা হয়।

এসময় খামারিদের সংস্থার চলমান বিভিন্ন সেবামূলক ও সমন্বিত কৃষি ইউনিটের চলমান বিভিন্ন প্রদর্শনী সম্পর্কে অবহিত করা হয়।

উক্ত খামার দিবসে রিসোর্স পারসন হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির সমন্বিত কৃষি ইউনিটের প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ও উপসহকারী কর্মকর্তা বৃন্দ। আরও উপস্থিত ছিলেন সংস্থার উপ পরিচালক মোঃ সাইফুল রহমান(উপপরিচালক প্রশিক্ষণ)। উক্ত খামার দিবস বাস্তবায়নে আর্থিক ভাবে সহোযোগিতা করেছে পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন( পিকেএসএফ)।